MAY 1 8 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ...

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে গেছে

শা.বি প্রতিনিধি : বর্তমান জোট সরকারের আমলে প্রশাসনের উদাসীনতায় ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ হাজার শিক্ষার্থী। অথচ উপাচার্য উপ-উপাচার্যসহ প্রথিতযশা শিক্ষক-কর্মকর্তারা বিভিন্ন সভা-সেমিনারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট সুবিধা পাচ্ছে একথা গর্বের সঙ্গে বলে থাকেন।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রযুক্তিগত সুবিধার সঙ্গে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সম্পৃক্ত করার জন্য সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের আমলে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দুটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবনে স্থাপন করা হয়। এর ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কিছুদিন সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পায়। পরবর্তী সময়ে সরকারি নিয়োগ বন্ধ থাকায় প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবের অজুহাতে এই সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই, পদার্থ বিভাগসহ ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন, উপাচার্যের বাসভবন, মেডিকেল সেন্টার এবং স্বায়ত্তশাসিত কম্পিউটার কেন্দ্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল রয়েছে বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে। এ অবস্থায় উপাচার্য মহোদয়ের সামান্য সদিচ্ছাতেই এই অচলাবস্থা কাটতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকটি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা জানায়, প্রতি বছর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ছাত্রছাত্রীদের প্রযুক্তিগত কোনো সুবিধা দেওয়া হয় না। কিন্তু প্রতি বছর ভর্তির সময় কম্পিউটার ল্যাব বাবদ টাকা নেওয়া হয়। অথচ বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক-কর্মকর্তারা বলেছেন, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তিগত ই-মেইল অ্যাকাউন্ট থাকবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ক্যাম্পাসের অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা কিনা ই-মেইল অ্যাকাউন্ট কী কম্পিউটার ল্যাব সুবিধাদির অভাবে তা-ই জানে না। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই নিজস্ব কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে, যাতে শুধুমাত্র ক্লাস ব্যতীত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এছাড়া কম্পিউটার ল্যাবগুলোতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও নেই।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রথম শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃঅপটিক ফাইবার স্থাপন করা হয়। বর্তমানে অবশ্য ভি-স্যাটের অভাবে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মকর্তারা হাইস্পিড ইন্টারনেট সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।